গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

এবং

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ০১, ২০১৬ – জুন ৩০, ২০১৭

সূচীপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র.....৩

উপক্রমণিকা.....৪

সেকশন -১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী.....৫

সেকশন-২ : বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন-৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য ,অগ্রাধিকার,কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ.....৭-৯

সংযোজনী-১: শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms) ১১

সংযোজনী-২ কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি.....১২

সংযোজনী-৩ কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা.....১৩

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of Department of Agricultural Marketing)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সাম্প্রতিক বছরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

কৃষক গ্রুপ গঠন, কৃষক প্রশিক্ষণ, বাজার তথ্য প্রচার, বাজার অবকাঠামো ও কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন সুবিধা সৃষ্টি, ইত্যাদি কাযর্ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইটের (ইন্টারনেট) মাধ্যমে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার কার্যক্রমের আওতায় ৬০,০০০ বাজার মূল্য ও ১২০০০ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের বাজার দর পর্যালোচনাপূর্বক বাজার মনিটরিং ও বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিন্হিতকরণ বিষয়ক ১২০০ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট এবং ঢাকার গাবতলীতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সেন্ট্রাল মার্কেট এর আওতায় ১টি ট্রাক, ৭টি কুল ভ্যান ও ১১টি কুল চেম্বারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিপণন সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে ০৫টি অফিস কাম প্রসেসিং এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং নির্বাচিত জেলাসমূহে ১২টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৪৬৬টি ফার্মাস মার্কেটিং গ্রুপ গঠন, ২,২২০ জনকে মোটিভেশনাল ট্যুর প্রদান এবং সর্বমোট ২৩,৬৪৩ জন কৃষককে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলায় ৭৯টি উপজেলায় বিদ্যমান ১১৫টি গুদামের মাধ্যমে ১৫,৮২৩ জন কৃষকের ১৮,৬৫৫ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে মোট ২,৯৪২.৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৩,৪৩২ জন উদ্যোক্তার মাঝে ২৫৮.৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তি ভিত্তিক বিপণন যোগসূত্র স্থাপন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল না থাকায় মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো দ্বারা ব্যাপক আকারের কৃষক গোষ্ঠীকে কাঙ্খিত বিপণন সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আধুনিক ও যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস্ যেমন: নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষন কেন্দ্র, যানবাহন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার এবং কৃষি পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার ও উৎপাদন এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা । বাজার সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভ রোধকল্পে বাজারে কৃষি উপকরণ ও কৃষিপণ্যের মজুদ ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পণ্যের উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন। স্বল্প খরচে সংরক্ষণ সুবিধা প্রচলনের লক্ষ্যে গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মান এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষ করে গৃহ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা, পণ্য ব্র্যান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। এছাড়া কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনায় আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সিস্টেম প্রচলনসহ ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- বাজার তথ্য বিষয়ে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২০,০০০টি বাজার দর ও ৪,০০০টি বুলেটিন এবং ৩০০টি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ১,০০০ জন কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং ১৬০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন;
- বাজার নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) এর যথাযথ প্রয়োগ;
- ৬৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৮০০ জন দলভূক্ত কৃষক প্রতিনিধিকে মোটিভেশনাল ট্যুর প্রদান;
- ৪টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ এবং ২০টি স্বল্প খরচে গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষাণাগার নির্মাণ।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারী দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

এবং

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৬ সালের জুন মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

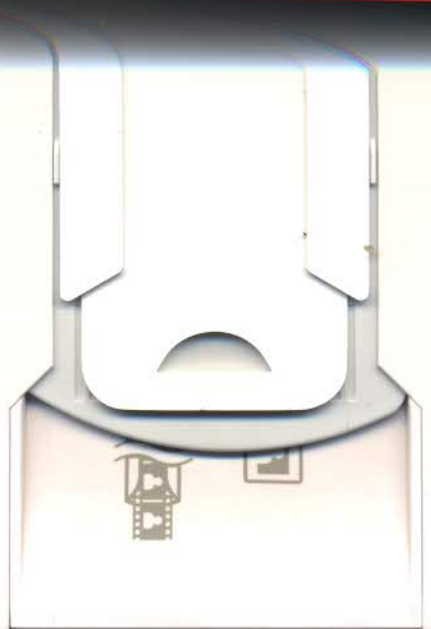

সেকশন -১:

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (Vision):

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপন, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

১.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective):

কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দক্ষ বিপণনে সহায়তা করা।

১.৪ কার্যাবলী (Functions):

১) কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ।
২) বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
৩) গুরুত্বপূরণ কৃষিপণ্যের বাজার দর পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস প্রদান এবং প্রধান প্রধান ফসলের সরকার কর্তৃক ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সহায়তা প্রদান।
৪) কৃষিপণ্যের বাজার মনিটরিং ও বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫) আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
৬) ব্যবসায়ী ও পরিবহন সংস্থার সহায়তায় উৎপাদন এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় দ্রুত পণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
৭) "কৃষিপণ্য মূল্য উপদেষ্টা কমিটি" এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের নূন্যতমমূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
৮) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

সেকশন ২

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/ Impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance indicators)	একক	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র [Source of data]
			২০১৪-১৫	২০১৫-১৬		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯		
বাজার তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা	ওয়েব সাইটে বাজার মূল্য প্রকাশ	সংখ্যা	২০০০০	২০০০০	২০০০০	২২০০০	২৪০০০	বিটিসিএল	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট
কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষিত কৃষক	সংখ্যা	১০০০০	২৪৪০	৬৪০০	৭০০০	৭২০০	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
	গঠিত কৃষক বিপণন দল	সংখ্যা	৮৯৭	১০০	১৬০	২০০	২৫০	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণ	কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা সৃষ্টি	সংখ্যা	১০০০	১০০০	১০০০	১১০০	১২০০	সংশ্লিষ্ট এনজিও (আশা, ব্র্যাক, টিএমএস) ও ব্যাংক (বেসিক ব্যাংক ও ইবিএল)	এনজিও কর্তৃক প্রণীত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
কৃষকের বাজার সংযোগ বৃদ্ধি	নির্মিত এসেম্বল সেন্টার	সংখ্যা	২	৪	৪	৫	৬	এলজিইডি	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন